জাতিসংঘ সংশ্লিষ্ট সংস্থা ও এজেন্সি ও জাতিসংঘ পরিবারের জন্য সহায়তামূলক কার্যক্রম

অন্যান্য বছরের মতো এ বছরও তথ্য কেন্দ্রটি জাতিসংঘের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সংস্থা ও এজেন্সিসমূহকে নানাভাবে বিশেষ করে প্রকল্প সম্পর্কিত প্রচারে সহায়তা প্রদান করে। এরই উদ্যোগে জুন মাসে প্রধান প্রধান জাতীয় দৈনিক, টিভি চ্যানেল ও সংবাদ এজেন্সির সিনিয়র রিপোর্টারদের জন্য ইউনেস্কো অর্থায়নপুষ্ট কমিউনিটি শিক্ষা প্রকল্প পরিদর্শনের জন্য সারা দিনব্যাপী কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়। প্রকল্পটি ইউনেস্কো সংশ্লিষ্ট এনজিও আহ্‌সানিয়া মিশনের তত্ত্বাবধানে ঢাকা থেকে ৬০ কিলোমিটার দূরে নরসিংদীতে বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। গন্তব্যস্থানে রওয়ানা হওয়ার পূর্বে তথ্য কেন্দ্রে ইউনেস্কো প্রতিনিধি এই আট সদস্যবিশিষ্ট সাংবাদিক দলকে ব্রিফিং দেন। নরসিংদীতে দলটি কর্মকর্তাদের নিয়ে প্রকল্প স্থানটি ঘুরে দেখেন। প্রকল্পটির দ্বারা উপকৃত ব্যক্তিদের সঙ্গে সাংবাদিকদের মতবিনিময়ের সুযোগ করে দেওয়া হয় যাতে তাঁরা এ সম্পর্কে সঠিক ধারণা দেশবাসীর কাছে তুলে ধরতে পারেন। বস্তুত রিপোর্টারগণ পরে এই প্রকল্পের পাঁচটি সাফল্য কাহিনী জাতীয় দৈনিকসমূহে প্রকাশ করেন।

অক্টোবরের মধ্যভাগে ইউনিক ঢাকা দেশের দক্ষিণে খুলনা ও বরিশালে ইউএনডিপিএর অর্থায়নে বাস্তবায়নাধীন সমন্বিত উদ্যান ও পুষ্টি উন্নয়ন প্রকল্প পরিদর্শনের জন্য দুই দিনব্যাপী অনুরূপ একটি মিডিয়া সফরের আয়োজন করে। তথ্য কেন্দ্রের কর্মকর্তা ৭ সদস্যবিশিষ্ট মিডিয়া দলের নেতৃত্ব দেন। এ দুই স্থানেও পরিদর্শক দলটির সঙ্গে প্রকল্পের দ্বারা উপকৃত ব্যক্তিবর্গ ও সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের সাক্ষাতের ব্যবস্থা করা হয়। ফিরে এসে সাংবাদিকরা এই সফর সম্পর্কিত সাতটি সাফল্য কাহিনী গুরুত্ব সহকারে জাতীয় দৈনিক পত্রিকায় প্রকাশ করেন।

এতদ্ব্যতীত, ইউনিক ঢাকা বিশ্ব শরণার্থী দিবস (২০ জুন) উপলক্ষে টেলিভিশনে জাতিসংঘ শরণার্থী বিষয়ক ভিডিও সম্প্রচারের জন্য প্রচার মাধ্যমগুলোর সঙ্গে সমন্বয় করে ইউএনএইচসিআরকে সহায়তা দেয়।

জাতিসংঘের বিভিন্ন সংস্থা ও এজেন্সিগুলো একই বৃহত্তর উদ্দেশ্য সাধনে নিয়োজিত বলে তারা অনেকটা পারিবারিক বন্ধনে আবদ্ধ। ঢাকায় এখন বেশ অনেকগুলো জাতিসংঘ সংস্থার অফিস একই ভবনে অবস্থিত থাকায় তাদের মধ্যে বন্ধন আরও দৃঢ় হওয়ার সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। এ বছর তথ্য কেন্দ্র বিভিন্ন প্রকার সহায়তামূলক কার্যক্রমের দ্বারা জাতিসংঘ পরিবারের মধ্যে সহমর্মিতা গড়ে উঠতে সাহায্য করে। শুধু সামাজিক অনুষ্ঠানাদির আয়োজনে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেই নয়, ইরাকে জাতিসংঘ প্রতিনিধি ভিয়েরা ডি মেলোর মর্মান্তিক মৃত্যুর পর একটি শোক বই খুলে অন্যান্য শোকাহত জাতিসংঘ সংস্থাসমূহের সঙ্গে একাত্মতা প্রকাশ করে।

cieZx wk‡ivbv‡gi Rb¨ wKK Ki“b